খানকা হযরত শায়খ ড. মুশতাক আহমদ

ওয়াসা রোড, পাইটি, ডেমরা, ঢাকা

মোবাইল 01715437445

প্রিয় মা ও বোনেরা

আমার সালাম নিবেন। আপনারা যারা আল্লাহ সংশোধনের লক্ষে আমার কাছে মুরীদ হয়েছেন কিংবা আমার বয়ান শ্রবণ করেন ও আমার দেওয়া সবকের আমল করেন কিংবা আমাকে মুহাব্বত করেন- আমি দুআ করি আল্লাহ পাক আপনাদের প্রত্যেককে কবুল ফরমান। তওফীক আরো বৃদ্ধি করে দেন। আপনাদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ যে, আপনাদের যাদের স্বামী আছেন, এখনো আল্লাহ পাক হায়াতে বাঁচিয়ে রেখেছেন- এই স্বামীর খুব কদর করবেন। একজন মুসলিম নারীর জন্য স্বামী তার সর্বাপেক্ষা বড় অভিভাবক, বড় প্রেমিক, বড় হিতাকাঙ্ক্ষী। স্বামী স্ত্রীর জন্য আল্লাহর অনেক বড় নিয়ামত। স্বামীকে যে যত বেশী মান্য করে সে আল্লাহ পাকের কাছে তত বেশী প্রিয় হয়। স্বামীকে ইচ্ছত করার উপর নির্ভর করে আল্লাহর সন্তুষ্টি। স্বামীকে নিজের উপর খুব খুশি রাখতে হামেশা চেষ্টা করবেন। মনে রাখবেন আপনার এহেন চেষ্টা করা শরীআতে নেক আমল হিসাবে গন্য করা হয়। নামায রোযার দ্বারা যেমন সওয়াব হয় তেমনি স্বামীকে ইচ্ছত করা ও খেদমত করার দ্বারাও সওয়াব হয়। তাই মনভরে স্বামীর খেদমত করবেন। **তিনি যেন কখনো আপনার প্রতি বেজার না হয়ে যান সে দিকে খুব লক্ষ রাখবেন।** আর এই সব সেক্রিফাইস করবেন শুধু স্বামীকেই নয়; বরং স্বয়ং আল্লাহ জালা শানুহুকে খুশি করার জন্য। আপনার নিয়ত থাকবে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা। মানুষ কে আপনাকে কতটুকু শুকরিয়া জানাল বা কি ধন্যবাদ দিল কিংবা না দিল সে দিকে লক্ষ করবেন না। আমাদের নিয়ত হবে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা। বাস, আল্লাহ পাক বলেছেন ‘তুমি স্বামীর মন জয় করে চলো- তাই সেই হুকুম আমরা পালন করবো। আর আল্লাহ যখন কারো উপর রাজি হয়ে যান তখন দুনিয়ার যে কোন মানুষকে তিনি তার প্রতি রাজি বানিয়ে দিয়ে থাকেন। এই পর্যায়ে আপনার দৈনন্দিন জীবনে আপনি নগদভাবে যা করবেন তা আমি সংক্ষেপে তুলে ধরছি।

প্রিয় মা ও বোনেরা! এ কাজগুলি একটু কষ্টসাধ্য। তবে দুনিয়ার জীবনে কষ্ট করে আল্লাহ পাকের হুকুম মেনে যাওয়াই তো হল ইসলাম। আশ্মাজান হযরত খাদীজাতুল কুবরা রা. আল্লাহর হাবীবের স্ত্রী হিসাবে তিনি আল্লাহর হাবীবকে কত ইচ্ছতের সাথে দেখতেন, কত মান্যতার সাথে চলতেন, কত কষ্ট তাঁর জন্য তিনি করে গিয়েছেন। আমাদের মা বোনেরাও তাঁর মত আদর্শিক হায়াত কাটাবেন, আদর্শিকভাবে চলবেন- এটাই আপনাদের উপর আমার প্রত্যাশা। আপনি নিজের মুজাহাদা ও ইসলামে নফসের নিয়তে, আল্লাহ পাককে সন্তুষ্ট করার নিয়তে, আখিরাতে আশ্মাজান হযরত খাদীজার সাথে একই জালাতে থাকার নিয়তে কাজগুলি করে যাবেন। সাবধান অলসতা করবেন না।

আর যাদের স্বামী ইন্তিকাল করেছেন তাঁরা সেই মরহুম স্বামীর জন্য খুব দুআ করবেন। হর হামেশা দুআ করবেন। আল্লাহ পাক তাঁকে যেন গুনাহ মাফ করে দেন, জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করেন, আপনিও ঈমান আমল নিয়ে জান্নাতে তার সাথে থাকতে পারেন সে জন্য যিকর আযকার ও তাহাজ্জুদের পর রোনাজারীর সাথে খুব দুআ করবেন। বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে সেই স্বামীর জন্য দুনিয়ার সকল মানুষের জন্য দুআ করবেন। মনে রাখবেন ‘স্বামী ন্যায়ানুগ কারণে আপনার প্রতি

অসন্তুষ্ট থাকলে আল্লাহ পাক কখনো রহমতের দুয়ার উন্মুক্ত করেন না। যে কাজগুলি আপনি আজই সম্পাদন করার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি সেগুলি হল নিম্নরূপ;

এক. প্রত্যুষে আপনার সম্মানিত স্বামী ঘুম থেকে উঠার আগেই আপনি বিছানা থেকে গাত্রোথান করে নিবেন। সাবধান! কোন অলসতা করবেন না। শয়তান কিন্তু তখন আপনার মনের ভিতর খুব অলসতা কিংবা অবসাদ ঢালতে থাকবেন। আপনি শয়তানের প্রবঞ্চনায় পড়বেন না। বিছানা থেকে নিজে আগে উঠে সুন্দর পরিপাটি হয়ে যাবেন। যেন স্বামী ঘুম থেকে চোখ খুলতেই আপনাকে দৃষ্টিনন্দন ভাবে দেখতে পান এবং খুশি হয়ে যান। এভাবে আমল করলে আল্লাহ পাক ভোরের প্রথম দৃষ্টি থেকেই আপনার জন্য খাস রহমতের সরবরাহ শুরু করে দিবেন যা দিবসের সারাংশ আপনার মনকে আনন্দ দিতে থাকবে।

দুই. তারপর অজু কালাম শেষ করে স্বামীকে সুমিষ্ট ভাষায় শালীন মার্জিত মনোরম ও অন্তরঙ্গ পদ্ধতিতে ঘুম থেকে জাগ্রত করুন। সাবধান! তাঁকে মনোকষ্ট দেওয়া যাবে না। অহেতুক ডিস্টার্ব করা যাবে না। আর তাঁকে সরাসরি তাহাজ্জুদ বা যিকর আযকারের কোন হুকুমও করা যাবে না। আপনি নিজে খুব রোনাজারীর সাথে নামায কালাম ও তাসবীহ তাহলীল আদায় করতে থাকুন। তবে পরোক্ষভাবে দূর থেকে এমন মিষ্টি আচরণ করবেন যেন তিনি নিজ থেকেই বিছানা থেকে উঠে আপনার পাশে তাহাজ্জুদ শুরু করতে আনন্দ বোধ করেন। রাতের এই শেষ সময়ে নিজেদের মধ্যে মওত ও আখিরাতের হালকা দুচার কথা শেয়ার করলে আরো ভাল ফল পাওয়া যায়।

তিন. পুরুষদের জন্য সকালের সময়টি থাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তখন অনেকে চাকুরীতে কিংবা দোকানে কিংবা জরুরী কাজকর্মে বের হয়। দৈনিকের কাজ সময় মত শুরু করার বরকতই ভিন্ন। তাই সব পুরুষের সকাল বেলা খুব তাড়া থাকে। আপনি আপনার স্বামীর সেই কাজগুলি সম্পূর্ণ রেডি করেই অন্য কাজে মনোনিবেশ করবেন। (যদি আপনি নিজেও চাকুরী করেন তাহলে উভয় কাজ একত্রে সেরে নিবেন।) স্বামী যখন গৃহ থেকে কাজের উদ্দেশ্যে বের হন তখন যেন আপনার প্রতি খুব ভালবাসা ও মায়্যা নিয়ে বের হতে পারেন সে দিকে খেয়াল রাখবেন। তিনি গৃহ থেকে কখনো অসন্তুষ্ট নিয়ে বের হলে সেটি আপনার জন্য বরকতহীনতা ঢেকে আনবে। স্বামী বের হওয়ার সময় তাঁকে শ্রদ্ধার সাথে সালাম দিয়ে বিদায় দিবেন।

চার. স্বামী কখন বাসায় আসতে পারেন তা অনুমান করে পূর্ব থেকেই পরিপাটি হয়ে থাকুন। তাকে রিসিভ করার জন্য অপেক্ষা করুন। এভাবে অপেক্ষায় বসে থাকার কারণে আপনার আমল নামায নেক আমল লেখা হতে থাকে। তারপর তিনি যখন বাড়ি পৌঁছবেন তখন ডাকার সাথে সাথে আপনিই দরজা খুলে দিন এবং সুন্দর ভাবে সালাম ও হালকা মুচকি হাসি দিয়ে প্রফুল্লতা প্রকাশ করুন। যে স্ত্রী নিজ স্বামীকে পেয়ে প্রফুল্ল হয় আল্লাহ পাক সেই স্ত্রীর গুনাহ মাফ করে দেন। তারপর স্বামীর সাথে হাসিমুখে কথাবার্তা বলা শুরু করুন। সাবধান স্বামী গৃহে প্রবেশের অন্তত দশ মিনিট পর পর্যন্ত আপনি এমন কোন কথা তাকে বলবেন না যদ্বারা তার মনে কোনরূপ বিরক্তি আসতে পারে।

পাঁচ. গৃহে স্বামীর কাছে কখনো ময়লা কাপড় কিংবা এলোমেলো পোশাক কিংবা এলোমেলো চুল কিংবা দুর্গন্ধ লাগে এমন কিছু নিয়ে হাজির হবেন না। স্বামীর মনে আপনার প্রতি আকর্ষণ ধরে রাখতে চেষ্টা করবেন। আর সেভাবে নিজেকে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখবেন। আপনার কোন কিছু একবার তাঁর কাছে দৃশ্যত খারাপ লাগলে এটা তাঁর মনে বসে যেতে পারে যা আপনার প্রতি তার আকর্ষণকে ক্ষুণ্ণ করে দিবে। কোন সন্দেহ নেই, স্বামীর মনে স্ত্রীর আকর্ষণ কমে গেলে স্ত্রীকেই বেশী

পরিমাণ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। অতএব গৃহে স্বামীর কাছে নিজেকে সাধ্যমত আকর্ষণীয় ভাবে উপস্থিত রাখবেন।

ছয়. পর্দা পুশিদা রক্ষা করে চলুন। রুসুমী পর্দা নয় বরং শরীঅত নির্দেশিত পর্দা। এক্ষেত্রে শরীঅত আমাদেরকে যেই সীমানা বেঁধে দিয়েছে সেটি পূর্ণাঙ্গ ভাবে পালন করুন। কোন ধরণের বেশকম করবেন না। শরয়ী পর্দার মধ্যে আল্লাহ পাক ইচ্ছত আবরুর এত নিরাপত্তা এবং সাংসারিক এত শান্তি রেখে দিয়েছেন যা কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেও হাসিল করা যায় না।

সাত. পুরুষের কাজকর্মের পাগল হয়ে থাকে। তাই স্বামীকে আপনি সময় মত খুব শালীন ভাবে ফরয নামাযের আযান হয়ে গিয়েছে এ কথা মনে করিয়ে দিন। নামাযের প্রয়োজনীয় ছামান তথা মিসওয়াক অজু ইত্যাদির উপকরণ যোগাড় করে তাঁর হাতে তুলে দিন। এ কাজগুলি বড় কোন কষ্টসাধ্য কাজ নয়। তবে তাতে তিনি খুশি হয়ে যাবেন। মনে মনে আপনার জন্য কত যে দুআ করবেন তা আপনি চিন্তাও করতে পারবেন না। তিনি নিজ বন্ধুদের কাছেও আপনাকে নিয়ে গৌরব প্রকাশ করবেন।

আট. নারীমনকে আল্লাহ পাক কিছু খাস সিন্ফতের দ্বারা তৈরী করেছেন। যেটা কোন পুরুষকে দেওয়া হয়নি। সেই সিন্ফতের কারণে একজন নারী সহজে একজন পুরুষের মন জুগিয়ে নিতে পারে। উল্লেখ্য সেই সব সিন্ফতের কারণেই হাসপাতালে নারী সেবিকারা পুরুষদের তুলনায় বেশী সাকসেস হয়ে থাকে। বিমানের যাত্রীসেবার কাজে নারীরা অগ্রণী হয়ে থাকে। দোকান কিংবা আবাসিক হোটেলে নারীদেরকে চাকুরীর জন্য বেশী ডাকা হয়। বস্তুত আল্লাহ পাক নারীদের মধ্যে এই সিন্ফত দান করার উদ্দেশ্য হল যেন নারী গৃহে তার স্বামী যতক্ষণ থাকবেন ততক্ষণ যেন তাকে নিজ আন্তরিকতার পরশ দিয়ে তার মন জয় করে রাখতে পারে। আপসুস! আজকাল কোথাও কোথাও স্ত্রীরা বাইরে তো নিজেদের যোগ্যতা ঠিকই দেখায় কিন্তু গৃহের অভ্যাগতের নিজ স্বামীর ক্ষেত্রে বড় ধরণের কুপনতা করে থাকে।

নয়. আপনার স্বামীর মনমানসিকতা কি, তিনি কি চান, কিভাবে চান, তাঁর চাওয়া জিনিসটা আপনি কিভাবে সম্পাদন করতে পারেন –ইত্যাদি আপনি নিজ সাধ্যমত গভীরভাবে বুঝতে চেষ্টা করবেন। তাঁর ইচ্ছা অনিচ্ছাগুলে ভালভাবে বুঝে সে অনুসারে তার প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের সাথে কথাবার্তা বলবেন, আচরণ করবেন। সাবধান! আপনি কখনো তাঁর উপর আপনার নিজ কর্তৃত্ব চালাতে চেষ্টা করবেন না। বরঞ্চ আপনি তাঁর মন জয় করতে চেষ্টা রাখবেন। স্বামীকে তুচ্ছ নজরে দেখবেন না। এটা বিষতুল্য মনে করবেন। কখনো স্বামীকে নিজের উপর রাগ হতে দিবেন না বরং হামেশা তিনি কিভাবে আপনার প্রতি সদয় ও সন্তুষ্ট থাকতে পারে– সেই পথ খুজবেন। হ্যাঁ, কখনো আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের কোন নাফরমানী করার বিষয় দেখা দিলে তখন স্বামীকে অন্তরঙ্গ হয়ে মওত ও আখিরাতের কথা বলে সমঝাতে চেষ্টা করবেন। তবে ঝগড়া বা কলহ করা যাবে না। এ সব ক্ষেত্রে রাত্রে আল্লাহ পাকের কাছে রোনা জারী করে খুব কাল্লাকাটি করে আল্লাহর সাহায্য কামনা করবেন। ইনশা আল্লাহ, আল্লাহ পাক আপনাকে গায়ব থেকে নুসরতের ব্যবস্থা করে দিবেন।

দশ. স্বামীর আদেশ মান্য করা, তাৎক্ষণিক ভাবে মান্য করা অনেক বড় নেক আমল। এই নেক আমলের দ্বারা একদিকে গুনাহ মাফ হয় আবার অন্যদিকে জান্নাতে মরতবা বৃদ্ধি পায়। কাজেই স্বামী আপনাকে কখনো কোন কাজের হুকুম দিলে আপনি হাসিখুশির সাথে সেটি সম্পাদন করুন। অন্যকাজ পেছনে রেখে আগে স্বামীর হুকুম মান্য করুন।

এগার. স্বামীকে কখনো গৃহের ছোট খাটো কাজের জন্য ফুটফরমায়েশ বা অর্ডার করবেন না। যেমন এমন বলা যে- এটা এনে দাও, ওটা তুলে আনো ইত্যাদি। এটা স্বামীর সাথে এক ধরনের বেআদবীর শামিল। সংসারে পুরুষ রাজা হয়ে থাকতে চান- ফলে ফুট ফরমায়েশ তার ইগোকে আঘাত করে থাকে। তবে যারা আদর্শ স্বামী তারা নিজেরা কোন ধরনের ফুট ফরমায়েশের অপেক্ষা করে না। তারা গৃহে ঢুকে স্ত্রীর কাজে খুব সাহায্য সহযোগিতা করে থাকেন। স্ত্রীর গৃহস্থালী কাজে তাকে সাহায্য করা মহানবীর সুল্লাত। -যাক ওটা স্বামীর নিজের ব্যাপার। আপনি কিন্তু কখনো স্বামীকে ফুট ফরমায়েশ বা অর্ডার করতে যাবেন না। ছোট খাট কাজ থাকলে সেটা নিজেই সেরে নিবেন। কিংবা কাজের লোক ডাকবেন।

বার. স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীরা একান্তে সময় কাটায়। এটাই নিয়ম। তখন সাবধান! আপনি স্বামীর কাছে কারো কোন গীবত করবেন না। না কোন আপন জনের, আর না কোন পরজনের। মানুষকে সর্বদা ইতিবাচক ভাবে দেখবেন। কখনো অপ্রয়োজনে কাউকে নেতিবাচক ভাবে চিন্তা করবেন না। সকলের প্রতি ভাল ধারণা রাখবেন। সুনির্দিষ্ট দলীল ছাড়া কাউকে মন্দ বলে চিন্তা করবেন না। স্বামীর আত্মীয় স্বজনকে নিজের খুব আপনজন হিসাবে সর্বত্র দেখবেন ও দেখাবেন। একান্ত সময়ে স্বামীর কাছে অন্য কোন নারীর সুনাম বদনাম কিংবা রং রূপ কিংবা আকার আকৃতির বর্ণনা দিবেন না। কাউকে উপহাস করা, ঠাট্টা করা, গীবত করা, হিংসা করা, বিদ্বেষ রাখা ইত্যাদি শরীঅতে হারাম ও কবীরা গুনাহ। এগুলি থেকে শতভাগ বেঁচে থাকবেন।

তের. দান সাদাকা করা উত্তম কাজ। আপনি টাকা পয়সার ক্ষেত্রে উদার থাকতে চেষ্টা করবেন। গরীব মিসকীনের প্রতি সুনজর রাখবেন। তাহলে আল্লাহ আপনার প্রতি সদয় থাকবেন। ছোট খাট দান যেমন ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেওয়া, প্রতিবেশীকে লবন মরিচ ধার দেওয়া ইত্যাদিতে স্বামীর অনুমতি লাগে না। তবে বড় কোন দান অনুদান বা ঋণ প্রদান করতে হলে তা স্বামীর সুস্পষ্ট অনুমতি নেওয়া আবশ্যিক। স্বামীর অনুমতি ছাড়া বড় কোন ব্যয় করা যাবে না।

চৌদ্দ. দোষে গুণেই মানুষ। পুরুষ কিংবা নারী প্রত্যেকের কোন না কোন দোষ থাকতে পারে। স্বামীর কোন দোষ আপনার নজরে পড়লে সেটি অত্যন্ত হেকমতের সাথে আপনি নিজে দূর করতে চেষ্টা করবেন। পারত পক্ষে আপনার মা বাবাকেও জানাবেন না। তাকে রোগী ভ্রূন করে আপনি হিতাকাংখী নার্সের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে কাজটি সম্পাদন করবেন। তবে তার সেই দোষের কথা পৃথিবীর কোন মানুষকে বলা যাবে না। বলবেন না। (তবে উপযুক্ত চিকিৎসক কিংবা উপযুক্ত পীর যিনি এ সব দোষ নিরসনের কাজে প্রাজ্ঞ তার কাছে বলার অনুমতি আছে) আর সেই দোষটির নিরসনের বিষয়ে রাতে একান্ত সময়ে আল্লাহ পাকের কাছে রোনাজারী পূর্বক দুআ করতে থাকবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পাক তার কুদরত ইস্তিমাল করে হলেও আপনার নুসরত করবেন।

পনের. স্বামীর সাথে কখনো তর্কে লিপ্ত হবেন না। স্বামীর সাথে তর্ক করা যাবে না। তর্ক করা যাবে না। তর্ক করা যাবে না। খুব সাবধান থাকবেন। কারণ যে স্ত্রীর মুখ নিয়ন্ত্রনে থাকে না সেই স্ত্রীর স্বামীর হাত নিয়ন্ত্রনে থাকতে পারে না। তখনই সেখানে দেখা দেয় মারামারি। যা বড় গর্হিত কাজ। স্বামী কোন কথা ভুল বলে ফেললেও তাৎক্ষণিক ভাবে আপনি জবাব দেওয়া থেকে বিরত থাকবেন। জরুরী কোন প্রতিউত্তর থাকলে সেটি পরে শান্ত অবস্থায় বলবেন। তবুও তর্কে লিপ্ত হওয়া যাবে না। এমনকি স্বামী আর্থিক কোন ক্ষতির দিকে চলে যেতে দেখলেও আপনি তার সাথে কুটতর্কে লিপ্ত হবেন না। আর্থিক ক্ষতি থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় কিন্তু তর্কের ঘা থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় না।

শোল. স্বামীরা কখনোই নিজ স্ত্রী সন্তানের অমঙ্গল চায় না। বরং নিজে বিরতিহীন কষ্ট করে হলেও, নিজে ভোগ না করে হলেও- স্ত্রী সন্তানের মনকে সন্তুষ্ট রাখতে চায়। মহান আল্লাহ স্বামীমনকে এই সিন্ধু দিয়েই পয়দা করেছেন। তবে বাহ্যিকভাবে হয়ত কারো সেই সিন্ধুত বুঝা যায় আবার কারো সেই সিন্ধুত বুঝা যায় না। অতএব স্বামী আপনার জন্য, সন্তান সন্ততির জন্য, পরিবারের জন্য যখন যা কামাই করে আনেন তা কম হোক কিংবা বেশী আপনি তাতে খুব সন্তুষ্ট প্রকাশ করবেন। আপনি নিজে কানাআত তথা অল্পেতুষ্টির উপর আমল করবেন। আপনার সন্তুষ্ট ও কানাআতের কারণে আল্লাহ পাক সামান্য জিনিসের মধ্যেও বিপুল পরিমাণে বরকত ঢেলে দিবেন। এটাই সুন্নাহুল্লাহ। আপনি যদি খাই খাই কিংবা আরো চাই আরো চাই স্লোগান শুরু করেন তাহলে স্বামী বেচারা পাগল হয়ে যাবে, বাধ্য হয়ে সে হালাল হারামের বাধ্য বাধকতা ছিড়ে রাস্তায় নেমে যাবে, পরিনামে গুনাহের দায়ভার কিয়ামতের দিন আপনাকেও বহন করতে হবে। পক্ষান্তরে আপনি কানাআতের পদ্ধতি গ্রহণ করলে আল্লাহ পাকও বরকতের দুয়ার খুলে দিবেন।

সতের. শশুড় শশুড়ির খেদমত করা অনেক বড় সওয়াবের কাজ। সব শশুড় শশুড়ি তাদের বৌ জি থেকে এই মান্যতা পেতে চান। এই আমলের প্রতিদানও আল্লাহ পাক খুব সুন্দর রেখেছেন। মানে যে মান্য করবে তাকে মান্য করা হবে। আবার যে মান্য করবে না তাকেও মান্য করা হবে না। (মানুষ এক কালে বৌ তো আরেক কালে শশুড়ী) নেজামে এলাহীর মধ্যে আল্লাহ পাক এই নীতিকে বড় শক্ত ভাবে বাস্তবায়ন করে থাকেন। কাজেই স্বামীর বাড়িতে স্বামীর মা বাবা যারাই আছেন, যত রুক্ষ কিংবা যত জটিল প্রকৃতির মানুষই হোক না কেন, আপনি খুব বিনয়ের সাথে, খুব আন্তরিকতার সাথে সেই মুরুবীদের মান্য করে চলবেন, তাদের খুব সম্মান করে চলবেন, নিজের দীনদারী রক্ষা করে চলবেন। এই আমল আল্লাহ পাকের কাজে ডিপোজিট হয়ে রক্ষিত থাকে। তাহলে আপনার পরিনত বয়সে আপনাকেও লোকেরা মান্য করবে, ইচ্ছিত করবে- কোন সন্দেহ নেই। আর যৌক্তিক কিংবা অযৌক্তিক যে কোন কারণে আপনি তাদের প্রতি অবহেলা করলে, কিংবা তাদের অযত্ন করলে, কিংবা তাদের অমান্য করলে সেটাও ডিপোজিট হয়ে থাকে। পরিনত বয়সে আপনার সাথেও সেই আচরণ বরং সুদ আসলে বৃদ্ধি অবস্থায় আপনাকে তা ফিরে পেতে হবে। এটা আল্লাহ পাকের অমোঘ বিধান। এই বিধানে কোন নড়চড় নেই। কোন নড়চড়ের সুযোগ রাখা হয়নি। কাজেই কষ্ট হলেও নিজেকে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করবেন। নতুবা মহা ঝামেলায় পড়ে যাওয়ার আশংকা থাকবে।

আঠার. স্বামীর সুখ দুঃখে তাঁর খুব কাছে থাকুন। তাঁর সহমর্মী হয়ে থাকুন। তাঁর মেজাজ বুঝে ব্যবহার করুন। তার মুখে হাসি থাকলে আপনিও হাসুন। আর তার মন কোন কারণে খারাপ থাকলে আপনিও তার মন খারাপের ভাগিদার হোন, মন খারাপের সময় হেসে এটা প্রকাশ করবেন না যে, তাঁর মন খারাপে আপনার কিছু যায় আসে না। আর মেজাজ খারাপ থাকলে একদম চুপ থাকবেন।

উনিষ. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ। ঘর দুয়ার পরিপাটি রাখা, ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার রাখা, বিছানা পত্র সর্বদা পরিপাটি করে রাখতে চেষ্টা করবেন। কাপড় চোপড় যথাস্থানে সুন্দর ভাবে রাখা, হাড়ি পাতিল, প্লেট বাটি কতটা সুন্দর ও ঘুচিয়ে রাখা যায় চেষ্টা করবেন। আজকের কাজ আজিই শেষ করে ফেলবেন। কোন কারণে আজকের কাজ আগামী কালের জন্য ফেলে রাখবেন না। সকালের কাজ বিকালের জন্য ফেলে রাখবেন না। মেহমানদারীকে সংসারের বরকত হিসাবে জ্ঞান করবেন। গৃহে মেহমান থাকা সুন্নাহ। আপনার গৃহস্থালী কাজের জন্য ছোটখাট চাকরী যারা করে তাদের সুবিধা অসুবিধার দিকে খেয়াল রাখবেন। খাবার দাবারে ওদের কথা ভুলে যাবেন না।

বিশ. গৃহে হামেশা তাসবীহ তাহলীলের আমল মিন্দা রাখবেন। সবাই যেন সকাল বিকাল তিলাওয়াতের আমল করে সেই তরগীব অব্যাহত রাখবেন। ধর্মীয় মাসআলা মাসাইল বিষয়ক কিছু জরুরী বই যেমন মাওলানা হেমায়েত উদ্দীন রচিত ‘আহকামে মিন্দেগী’, ‘আহকামুন নিসা’, আমার রচিত ‘দৈনন্দিন জীবনের আমল’, ‘ইসলামের আদেশ নিষেধ’, ‘ছয় তাসবীহ ও বারো তাসবীহের সবক’, হযরত খানবী হযরত শায়খ যুলফিকার আহমদ নকশবন্দী প্রমুখের রচিত বইপত্র বাসায় রাখবেন। প্রত্যহ গৃহের সকলকে নিয়ে ১০/১৫ মিনিট সময় নিয়ে ঘরোয়া তালীম চালু করবেন। ছেলে মেয়েরা শুবু রাতে বেশী সময় জাগ্রত না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখবেন।

একুশ. ইন্টারনেট ব্যবহার প্রয়োজনের বাইরে করা যাবে না। এক্ষেত্রে সন্তানদের প্রতি সাবধানতার নজর রাখবেন। ছেলে মেয়েরা গান বাজনা বা অন্য কোন অপসাংস্কৃতির শ্রোতে যেন ভেসে না যায় সে দিকে খেয়াল রাখবেন। সকলকে সর্বদা দুআ কালামের ইলতিয়াম করতে উদ্বুদ্ধ করবেন।

আয় আল্লাহ! আমার এই প্রিয় মা বোনদের আমল করার তওফীক দান করুন। তাদের গুনাহ মাফ করে দিন। তাদের জন্য রহমত বৃদ্ধি করে দিন। তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের সকল সুখ সমৃদ্ধি দান করুন। আমীন ছুস্মা আমীন।

ড. মুশতাক আহমদ
 খতীব ও শায়খুল হাদীস
 রেল স্টেশন জামে মসজিদ ও মাদ্রাসা
 তেজগাঁও, ঢাকা
 মোবাইল নং 01715437445
 ২৬/০৭/২০২২